গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে গ্যামা কাটা নিয়ে সংঘর্ষে ৩ জন আহত

মেহেরপেুরর গাংনী উপেজলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে গ্যামা কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের তিন জন আহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন, গ্যামা জমির মালিক লাল্টু মিয়া, তার কর্মচারী শাহ আলম এবং অভিযুক্ত আইনের স্ত্রী নিলুফা।

আহত লালটু মিয়া জানান, আমি মাঠে চাষ গ্যামা চাষ করি। আইন মাঝে মধ্যে আমার জমিতে গিয়ে চুরি করে গ্যামা কেটে নিয়ে যায়। আমার কর্মচারী তাকে নিষেধ করলে আইন তার উপর হামলা চালায়। সে গিয়ে আমাকে জানালে আইন আমার উপরও হামলা চালায়। এসময় উভয় পক্ষের ধস্তাধস্তিতে আইনের স্ত্রী নিলুফাও জখম হয়।
স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

গাংনীতে প্রশিক্ষণার্থীদের লাঞ্ছিতের ঘটনায় দুই প্রশিক্ষণাার্থীকে বহিষ্কারের সুপারিশ

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হামলা ও লাঞ্ছিতর ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করেছেন শিক্ষার্থীরা। ওই দুই শিক্ষার্থী হচ্ছে- অনন্যা ফয়েজ ও তামান্না ফয়েজ। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।

জানা গেছে, এসএম ফয়েজ নামের এক ব্যক্তি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে এসে তার দুই মেয়ে অনন্যা ফয়েজ ও তামান্না ফয়েজকে বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণে ভর্তি করান। এরা দুজনই প্রশিক্ষণে এসে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ও টিকটক ভিডিও করে। এতে নিষেধ করলে ফয়েজ আহমেদ আজ বুধবার সকালে প্রশিক্ষণ কক্ষে ঢুকে প্রশিক্ষকসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের উপর হামলা চালিয়ে লাঞ্ছিত করে। এসময় ফেশিয়াল কাজে ব্যবহৃত নানা উপকরণ নষ্ট করে ফেলে। শুধু তাই নয়, ফয়েজ ও তার স্ত্রী তানিয়া তাবাচ্ছুম মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে এসে কর্মকর্তা নাছিমা খাতুনকে নানা ধরণর হুমকী প্রদান করে।

এ ঘটনায় অন্যান্য শিক্ষার্থীরা ওই দুই শিক্ষার্থী অনন্যা ফয়েজ ও তামান্না ফয়েজকে বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণ থেকে বহিষ্কার করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ করেন।

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সুপারিশ অনুযায়ি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে পৃথক ভাবে ছাত্রলীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ বুধবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা ও কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

শোভা যাত্রাটি গাংনী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বাজার রেজাউল চত্বরে গিয়ে আলোচনাসভার মধ্যেদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপনী করা হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ

সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্তাসিরজামান মৃদুল, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানা ও সাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলাম মহনসহ আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মি উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গাংনী উপজেলা ও কলেজ ছাত্রলীগের একাংশের আয়োজনে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। সেখানে কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি শাহিন রেজার সভাপতিত্বে ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন,উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি আতিয়ার রহমান,সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশসহ ছাত্রলীগের কর্মীবৃন্দ। অন্যদিকে একই সময়ে গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ ফিরোজ আহম্মেদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনাসভার আয়োজন করে।

গাংনীতে বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীরা লাঞ্ছিত

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে নারী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ উঠেছে এসএম ফয়েজ নামের এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে এসেও নানা ধরণের হুমকী ধামকি দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে নার্গিস সুলতানা নামের একজন বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষক

গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। হামলাকারী ওই ব্যক্তির নাম এসএম ফয়েজ । সে এ উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত টুনুর ছেলে। আজ বুধবার সকালে এ ঘটনাটি ঘটে। এসএম ফয়েজের শাস্তির দাবীতে প্রশিক্ষাণার্থীরা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেছেন।

লিখিত অভিযোগে জানাগেছে, এসএম ফয়েজ নিজেকে সাংবাদিক পরিচয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে এসে তার দুই মেয়ে অনন্যা ফয়েজ ও তামান্না ফয়েজকে বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণে ভর্তি করান। এরা দুজনই প্রশিক্ষণে এসে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ও টিকটক ভিডিও করে। এতে প্রশিক্ষক নার্গিস প্রশিক্ষণে ক্লাস চলাকালীণ সময়ে ফোন ব্যবহার নিষেধ করলে এসএম ফয়েজ বুধবার সকালে প্রশিক্ষণ কক্ষে ঢুকে প্রশিক্ষকসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের উপর হামলা চালিয়ে লাঞ্ছিত করে। এসময় ফেশিয়াল কাজে ব্যবহৃত নানা উপকরণ নষ্ট করে ফেলে।

শুধু তাই নয়, ফয়েজ ও তার স্ত্রী তানিয়া তাবাচ্ছুম মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে এসে কর্মকর্তা নাছিমা খাতুনকে নানা ধরণর হুমকী প্রদান করে।

প্রশিক্ষণার্থীরা জানান, তাদের প্রশিক্ষণ রুমে পুরুষ প্রবেশ নিষেধ। তার পরও ফয়েজ নামের ওই ব্যক্তি জোর পুর্বক প্রবেশ করে হামলা চালায়। বাধা দিলে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়।

এ ব্যাপারে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, এ ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ইতোমধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানো হয়েছে। সেই সাথে প্রশিক্ষক নার্গিস সুলতানা গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

গাংনী উপজলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, বিষয়টি জানার পর উভয় পক্ষকে ডেকে পরবর্তীতে আর কোন অঘটন না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। আর জিডির বিষয়টি পুলিশ তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেবেন।

গাংনীতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা ও ৭ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১১ টার সময় অনুষ্ঠনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্ধোধন করেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

‘ ‘ বিদ্যুৎ ও পানির অপচয় রোধ’’ এ প্রতিপাদ্যে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভােপিত্ব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল,গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসারের সঞ্চালনায় ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্টপোষকতায় ৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় গাংনী উপজেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮টি স্টল প্রদর্শন করা হয়েছে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে।

গাংনীতে ছাত্রলীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগ ও গাংনী কলেজ শাখা ছাত্রলীগে(একঅংশে)’র আয়োজনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

বুধবার সকাল দশটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠনের আনুষ্ঠিকতা শুরু

করা হয়। পরে কেক কাটা ও আলোচনা সভা ও শোভাযাত্রা করে উপজেলা ছাত্রলীগ। শোভা যাত্রাটি গাংনী হাসপাতাল বাজার থেকে বের হয়ে গাংনী বাজার রেজাউল চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি শাহিন রেজার সভাপতিত্বে ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন,উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি আতিয়ার রহমান,সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ,উপজেলা কৃষক লীগের সহ সভাপতি হাসিব মাহমুদসহ ছাত্রলীগের কর্মীবৃন্দ।

গাংনীতে ফসল রক্ষায় কৃষকদের সাথে ওসির মতবিনিময়

মেহেরপুরের গাংনীতে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মাঠের ফসল রক্ষায় ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল সোমবার বিকেল ৫ টার দিকে উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের ফুটবল মাঠ প্রাঙ্গনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে ও ভবানীপুর ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই জহির রায়হান এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সম্প্রতি চরগোয়াল গ্রামে কিছু দুষ্কৃতিকারী রাতের আঁধারে কৃষকের উঠতি ফসল বিনষ্ট করছে। তাই গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই দুষ্কৃতিকারীকে আটকপূর্বক গাংনী থানায় পুলিশের হাতে হস্তান্তর ও তাদের সম্পর্কে

তথ্য দিয়ে সহায়তা করার আহ্বান জানান । তিনি আরো বলেন, বর্তমানে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি অনেক ভালো। যেকোনো পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে পুলিশ। সেই সকল দুষ্কৃতিকারীকে আটকের চেষ্টা করছে পুলিশ। এ সময় গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ স্থানীয় কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

তীব্র শীত নিবারনে আগুন পোহানোর সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে জামেলা বেগম (৭০) নামের এক বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ রবিবার (১জানুয়ারী) দুপুর ১২ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে মেহেরপুর গাংনীর চেংগাড়া গ্রামে। বৃদ্ধা জামেলা বেগম উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের বনর উদ্দিনের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান,সকালে ঘুম থেকে জেগে বৃদ্ধা জামেলা খাতুনের বাড়ির উঠানে খড়কুটো দিয়ে আগুন তৈরী করে আগুন পোহানোর সময় বৃদ্ধা জামিলা বেগমের পরনের কাপড়ের আঁচলে আগুন লাগে। এসময় বৃদ্ধার চিৎকারে প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক বৃদ্ধার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল হাসপাতালে রেফার করেন। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ জামিলা বেগমের মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বৃদ্ধার মৃত্যুর বিসয়টি নিশ্চিত করে জানান, জামেলা বেগম নামের এক বৃদ্ধা আগুন পোহানোর সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনাটি শুনেছি। মৃত জামিলা বেগমের মরদেহ হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে এসেছে। ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের নিয়মিত কমিটির সভাপতি আব্দুস সুকুর ইমন বলেন, একটি জাতীকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখায় শিক্ষা। শিক্ষায় জাতির মেরুদন্ড। বর্তমান সরকার শিক্ষা বন্ধব সরকার। আওয়ামীলীগ সরকারের আমলেই দেশের সকল শিক্ষা পতিষ্ঠানের ব্যপক উন্নয়ন হয়েছে। অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানকে সরকারি করণ করে নজির স্থাপন করেছে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার। উপজেলার একমাত্র মহিলা কলেজটি একটি মডেল কলেজ সিহেবে তৈরী করতে আমার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আপনাদের সহযোগীতা থাকলে শুধু গাংনী নয়,মেহেরপুর জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যপক উন্নয়ন হবে।

তিনি আরও বলেন, আমি পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখি,আমি উন্নয়নের স্বপ্ন দেখি। দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে,গাংনী মহিলা কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও উন্নয়ন সেভাবেই এগিয়ে যাবে। সব শেষে উপস্থিতিদের সাথে পরিচয় পর্ব ও ইংরেজি নববর্ষের শুভ্চ্ছো বিনিময় করেন আব্দুস শুকুর ইমন।

গাংনী প্রকৌশলীর ঘুষ আদায়কারী শহিদুল

গাংনী উপজেলা এলজিইডি প্রকৗশলী ফয়সাল আহমেদের সাথে থাকা শহিদুল ইসলামকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা সমালোচনা। বিভিন্ন ঠিকাদারের কাছ থেকে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের নামে ঘুষ গ্রহণ করার অভিযোগ উঠেছে শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে। আবার কোন কোন ঠিকাদারকে ত্রুটিপুর্ণ কাজের অজুহাত সেই সাথে সঠিক সময়ে বিল পাইয়ে দেয়ার কথা বলে শহিদুল ইসলাম উৎকোচ নিয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকৌশলীর আস্থাভাজন শহিদুল ইসলামের সাথে বাক বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি মামলা পর্যন্ত গড়ায়। শহিদুল ইসলাম প্রকল্পের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে সরকারি কর্মচারি দাবী করে মামলা করায় আলোচিত হয়েছেন সর্বমহলে। তবে উপজেলা প্রকৌশলী বলেছেন, তার বিরুদ্ধে আনীত

অভিযোগ সঠিক নয়।

সুত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম এলজিইডি অফিসের শিক্ষা প্রকল্প গভমেন্ট প্রাইমারি স্কুল (জিপিএস) জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার পদে ও পিইডিপি-৪ এর (অস্থায়ী ভিত্তিতে) চাকরিরত ছিলেন। তার বাড়ি গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে। তার চাকরীর মেয়াদ শেষ হবার পরও তিনি নিয়মিত অফিসে আসেন ও প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের সাথে বিভিন্ন প্রকল্পের তদারকি করেন। সেই সাথে নানা অজুহাতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও সাপ্লাইয়ারের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেন। এর যথার্থ প্রমানও মিলেছে। সম্প্রতি গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়ন ভ’মি অফিসের ভবন নির্মাণকারি মেসার্স মিঠু এন্টার প্রাইজের সত্বাধীকারি দোলোয়ার হোসেন মিঠুর কাছ থেকে বিল পাশ করিয়ে দেয়ার কথা কয়েক দফায় ঘুষ গ্রহন করেছেন। কখনো হাতে হাতে আবার কখনো অন্য মাধ্যমে এ টাকা পরিশোধ করা হয়। গত ১১ ডিসেম্বর অতিরিক্ত অর্থ দাবী করেন প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ এবং ওই অর্থ শহিদুল ইসলামের নিকট প্রদান করতে বলেন। এক পর্যায়ে ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু ও শহিদুল ইসলামের সাথে বাকবিতন্ডা ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে দেলোয়ার হোসেন মিঠু তার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ ও তার সাথে থাকা শহিদুল ইসলামের ঘুষ ও উৎকোচ বানিজ্যের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। এদিকে নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে ফয়সাল আহমেদের পক্ষ হয়ে শহিদুল ইসলাম নিজেকে সরকারি কর্মকর্তা পরিচয়ে গাংনী থানায় দেলোয়ার হোসেন মিঠুর বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন। বর্তমানে মিঠু ওই মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিনে রয়েছেন।

অপরদিকে উপজেলা প্রকৌশলীর পক্ষ নিয়ে গাংনীর ঠিকাদার অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সদস্য ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠুর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে উপজেলা প্রেকৌশলী ফয়সাল আহমেদকে একজন সৎ কর্মকর্তা হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। নিজেদের স্বার্থ হাসিল ও প্রকৌশলীর আঙ্গুলী নির্দেশে অ্যাসোসিয়েসনের সদস্য হওয়ার পরও ঠিকাদাররা দেলোয়ার হোসেন মিঠুর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলনের ডাক দেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন ঠিকাদার জানান, শহিদুল ইসলাম প্রকৌশলীর নামে দ্বৈত নিতিতে ঘুষ গ্রহন করেন। ঠিকাদারের কাছে বিভিন্ন অজুহাতে টাকা নেয়া ছাড়াও কাজ সমাপ্ত হবার পর টাকা না দিলে ওই নির্মান কাজ বুঝে নেয়া হয়না। তাছাড়াও ঠিকাদারের কাছে মালামাল সরবাহকারিদের কাছ থেকেও টাকা নিয়ে থাকেন এই শহিদুল

ইসলাম। টাকা না দিলে মালামালের বিভিন্ন ত্রুটি ধরে মালামাল বাতিল করেন। বড় লোকসানের ভয়ে মালামাল সরবরাহকারিরা বাধ্য হয়ে টাকা প্রদান করেন। কয়েকজন মালামাল সরবরাহকারী এমনি তথ্য জানিয়েছেন। শহিদুল ইসলাম গাংনীর মানুষ হওয়ায় এ অফিসের সব অফিসারের কাছে জনপ্রিয় ও আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। যে কারনে তিনি চলেন বহাল তবিয়তে।

শহিদুল ইসলাম উপজেলা প্রকৌশলীর আস্থাভাজন হওয়ায় বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন করেন । বিভিন্ন ঠিকাদারকে বিল পাইয়ে দেয়া ছাড়াও বিভিন্ন কাজের অসংগতি উল্লেখ করে প্রকৌশলীকে ম্যানেজ করার কথা বলে টাকা গ্রহন করেন। অপর একটি সুত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম নিজেকে ঠিকাদারদের কাছে সরকারি কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীর কাছের মানুষ বলে পরিচয় দেন। ঠিাকাদারী কাজে পান থেকে চুন খসলেই তা প্রকৌশলীকে জানানো হবে বলে হুমকী দিয়ে টাকা নিয়ে নিজ পকেট ভর্তি করেন। তা নাহলে চাকরি ছাড়াই একজন মানুষ কিভাবে সেবা প্রদান করেন এ প্রশ্ন এখন সকলের।

ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু জানান, গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) গোলাপ আলী শেখ বদলি হলে বর্তমান প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। মটমুড়া ভুমি অফিসের ভবন নির্মাণের কাজটি পান। প্রায় ৬৮ লাখ টাকা ব্যয়ে নিয়মানুযায়ি ভবন নির্মাণ করেন। ১০ অক্টোব ২০২১ ইং তারিখে শেষ হয় ভবন নির্মান। প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ যোগদানের পর তাকে ৩%, সহকারী আলাউদ্দিনকে ২%, ও সার্ভেয়ার আক্তারুজ্জামানকে ১% টাকা দিতে হয়েছে। ৮ মাস আগে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হলেও তা বুঝে না নিয়ে দফায় দফায় টাকা আদায়ের কৌশল আটেন শহিদুল ইসলাম।

গত ১১ ডিসেম্বর সকালে শহিদুল ইসলামকে সাথে নিয়ে উপজেলা প্রকৌশলী মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট বাজারে নবনির্মিত ভূমি অফিসের ভবন পরিদর্শনে যান। এ সময় ঠিকাদার মিঠু উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহমদকে ভবন হস্তান্তর নিতে অনুরোধ করেন। শহিদুল ইসলাম ১০ হাজার টাকা উপজেলা প্রকৌশলীকে দেয়ার পরামর্শ দেন। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি একপর্যায়ে শহিদুল ইসলামের সাথে হাতাহাতির ঘটনাটি ঘটে। এতে রাগান্বিত প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ বিল পরিশোধ করা হবে না বলেও জানান।

মামলার এজাহারে নিজেকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী সরকারী কর্মকর্তা দাবি করেছেন কেন? তাছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট না হয়েও ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে কেন গিয়েছিলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে

শহিদুল ইসলাম বলেন,আমি এলজিইডি উপজেলা প্রকৗশলী স্যারকে আমাকে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের কাছে শহিদুল ইসলাম সরকারী কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, তিনি বলেন তিনি সরকারি প্রকল্পে কাজ করেন তাই তাকে সরকারী কর্মকর্তা বলা যায়। তবে শহিদুল ইসলামকে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ অন্য কারোর কথায় কান না দিতে অনুরোধ জানান।